সাংখ্য স্বীকৃত পুরুষতত্ত্ব

সাংখ্য দার্শনিকদের মূলত দ্বৈতবাদী দার্শনিক বলা হয়, কারণ তাঁরা প্রকৃতি ও পুরুষ নামে দুটি প্রধান তত্ত্ব স্বীকার করেছেন। সাংখ্যদর্শনে আত্মাকে পুরুষ বলা হয়েছে। জগৎ প্রকৃতির পরিণাম। প্রকৃতি জড় বা অচেতন এবং সদা পরিণামী। প্রকৃতি অচেতন বলে তার দ্বারা সবকিছুর ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। তাই সাংখ্যদর্শনে চেতন, অপরিণামী আত্মা বা পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। প্রকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতি, বিকৃতি এবং প্রকৃতি নয়-বিকৃতিও নয় - এই চার ধরনের তত্ত্ব সাংখ্যদর্শনে স্বীকার করা হয়েছে। পুরুষ কিন্তু প্রকৃতিও নয়, আবার বিকৃতিও নয়(ন প্রকৃতিঃ ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ)। পুরুষ কোন কিছুর কারণ নয়, কোন কিছুর বিকার বা পরিণামও নয়। পুরুষ প্রকৃতির মতই অজ ও নিত্য। কিন্তু অন্য সকল দিক থেকে পুরুষ প্রকৃতির থেকে ভিন্ন বা বিপরীত।

ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিকার ১১ নং কারিকায় বলেছেন -

‘‘ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানম তদ্বিপরিতস্তথা চ পুমান’’।।

অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত মহৎ প্রভৃতি ব্যক্ত পদার্থ ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন ও প্রসবধর্মী। পুরুষ তার বিপরীত। ত্রিগুণাত্বাদি ধর্মগুলি চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের সাধর্ম্য নয়। ঐগুলি পুরুষের বৈধর্ম্য, কারণ ব্যক্ত ও অব্যক্তের ত্রিগুণাত্বাদি ধর্ম পুরুষে কখনও থাকে না।

সাংখ্যদার্শনিকদের মতে, পুরুষ বা আত্মা দেহ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার থেকে ভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা('শরীরাদি ব্যতিরিক্তঃ পুমান')। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, স্বপ্রকাশ। চৈতন্যের আলোকেই সবকিছু প্রকাশিত হয়। আত্মা চৈতন্য প্রবাহ মাত্র নয়। চৈতন্যযুক্ত দ্রব্যরূপেও আত্মাকে গণ্য করা চলে না। আত্মা চিৎ, চৈতন্য বা জ্ঞানস্বরূপ। আদ্বৈতমতে, আত্মা চিদানন্দস্বরূপ। কিন্তু সাংখ্যমতে আনন্দ বুদ্ধির ধর্ম। তাই তা আত্মার ধর্ম হতে পারে না। আত্মা কেবল চিৎ বা চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ নয়। ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ই বিষয়। পুরুষ তার বিপরীত হওয়ায় অবিষয়। জ্ঞান কখনই জ্ঞানের বিষয় হয় না। স্বরূপত পুরুষ বা আত্মা নিষ্ক্রিয় ও অপরিণামী। প্রকৃতির সাথে সংযোগের ফলে আত্মা কর্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তারূপে প্রতিভাত হয়। স্বরূপত পুরুষ জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা নয়।

‘পুরুষ চেতন ও অবিষয় হওয়ায় সাক্ষী হয়। এজন্য পুরুষ দ্রষ্টাও। পুরুষ প্রকৃতির অবস্থাবিশেষ দর্শন করেও নিষ্ক্রিয় বা অপরিণামী থাকে। পুরুষ প্রকৃতির প্রতি উদাসীনই থাকে। আর এজন্যই সে সাক্ষী।’

পুরুষ ত্রিগুণাতীত। কিন্তু ব্যক্ত ও অব্যক্ত ত্রিগুণ সম্পন্ন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ - এই তিনটিকে গুণ বলা হয়। পুরুষের কোন গুণ নেই। পুরুষ নির্গুণ। ত্রিগুণাতীত বা ত্রৈগুণ্যাদি বিপরীত স্বভাব হওয়ায় পুরুষের সাক্ষীত্ব, কৈবল্য, মাধ্যস্থ, স্রষ্টৃত্ব, অকর্তৃত্ব ও অভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। আত্মা উৎপন্ন হয় না, আবার বিনষ্টও হয় না। তাই আত্মা নিত্য। আত্মা বিভু বা সর্বব্যাপী, কুটস্থ বা অচল, অবিকারী, অসঙ্গ এবং মধ্যস্থ বা উদাসীন। সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি প্রকৃতির ধর্ম। অবিবেক বা অজ্ঞানবশত পুরুষ প্রকৃতি থেকে নিজেকে পৃথক করতে না পারায় সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বুদ্ধির ধর্মকে নিজের ধর্ম বলে মনে করে। পুরুষ অসঙ্গ, সুখ-দুঃখাদি তাকে স্পর্শ করে না। সুখের প্রতি অনুরাগ ও দুঃখের প্রতি বিরাগ পুরুষের স্বাভাবিক নয়, আরোপিত অভিমান মাত্র।

পুরুষ স্বরূপত নিত্যমুক্ত ও বন্ধনহীন। বন্ধন থেকে মুক্তির ধারণাও ভ্রম মাত্র। 'ত্রৈগুণ্যের বিপরীত হওয়ার জন্য পুরুষের কৈবল্য সিদ্ধ হয়। আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক অভাবরূপ কৈবল্য পুরুষের স্বতঃসিদ্ধ।' বস্তুত আত্মার কোন বন্ধন নেই, বন্ধন থেকে মুক্তিও নেই। প্রকৃতির সংসর্গবশতঃ বন্ধন ভ্রম হয়। আসলে পুরুষ নিত্যমুক্ত।

পুরুষের অস্তিত্ব প্রতিপাদনে সাংখ্যীদের যুক্তি ঃ

পুরুষের অস্তিত্ব প্রতিপাদনে ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিকার ১৭ নং কারিকায় পাঁচটি হেতু বা যুক্তির উপস্থাপন করেছেন। এগুলি হল ঃ

''সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াৎ অধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষঃ অস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ।''

অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মা অস্তিত্বশীল, কেননা ক) সকল সংঘাত বস্তুই অপরের প্রয়োজন সিদ্ধ করে, অর্থাৎ অনেক অবয়ব সংহত করে যা সৃষ্ট হয়, তা অপর কারুর প্রয়োজন সিদ্ধ করে। খ) ত্রিগুণ যখন আছে, তখন ত্রিগুণের বিপরীতও নিশ্চয় আছে। গ) জড়বস্তুকে অধিষ্ঠাতাই নিয়ন্ত্রণ করে। ঘ) ভোগের জন্য ভোক্তার প্রয়োজন। সুখ-দুঃখাদিরূপ ভোগের ভোক্তা নিস্ত্রৈগুণ্য পুরুষ। ঙ) কৈবল্যের প্রতি অর্থাৎ ত্রিগুণা প্রকৃতি হতে বিবিক্ত হয়ে সংসার হতে মুক্ত হওয়ার দিকেও কারুর কারুর প্রবৃত্তি দেখা যায়। এই প্রবৃত্তি প্রকৃতির অতীত পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। আমরা নিম্নে বিস্তারিতভাবে যুক্তিগুলি আলোকপাত করার চেষ্টা করছি।

ক) সংঘাতপরার্থত্বাৎ - যদি কেউ বলেন যে, অব্যক্ত প্রকৃতি থেকেই তো ব্যক্ত জগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায়, তার জন্য পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকারের কোন প্রয়োজন নেই। উত্তরে সাংখ্যকারগণ বলেন যে, প্রকৃতি, মহৎ বা বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি সবকিছুকেই সংঘাত বলতে হবে। এমন কি প্রকৃতিও ত্রিগুণের সংঘাত। আমাদের অভিজ্ঞতায় সংঘাত মাত্রই অপর কারুর প্রয়োজন সাধন করে। যেমন ইট, কাঠ সাজিয়ে যে বাড়ি তৈরী হয়, তাতে থাকেন গৃহস্বামী। ইট, কাঠ নিজেরা কিন্তু ঐ বাড়িতে থাকে না। সুতরাং প্রকৃতি ও তার বিকৃতিগুলি সবই অন্যের প্রয়োজন সাধন করে। এখানে আপত্তি উঠতে পারে যে, বাড়িতে বাস করে তো গৃহস্বামীর দেহ - দেহও তো একটি সংঘাত। সুতরাং একটি সংঘাত অপর একটি সংঘাতের প্রয়োজন সিদ্ধ করছে একথা বললে দোষ নেই। পুরুষের প্রসঙ্গ তোলা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এর উত্তরে সাংখ্যদার্শনিকদের দ্বিতীয় যুক্তি হল ঃ

খ) ত্রিগুণাদিবির্যয়াৎ - এক সংঘাত বস্তু যদি অপর এক সংঘাত বস্তুর প্রয়োজন সাধন করে, যেমন শয্যা যদি শয়ান পুরুষের প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত হয়ে থাকে, তাহলে যার প্রয়োজন সিদ্ধ হল সে নিজেও একটি সংঘাত বস্তু বলে অপর এক সংঘাতের প্রয়োজন সাধন করবে। এইরকম করে সংঘাতের আগে সংঘাত, তার পূর্বে অপর সংঘাত, ক্রমে পিছনে যেতে যেতে অনবস্থা দোষ হবে যদি না আমরা এক জায়গায় গিয়ে অসংঘাত ত্রিগুণমুক্ত, বিবেকী, অবিষয়, অসামান্য, চেতন, প্রসবধর্মী পুরুষকে স্বীকার করি। 'নিস্ত্রৈগুণ্য' - স্বীকার করার অর্থই হল প্রকৃতির বিপরীত কিছুকে স্বীকার করা।

গ) অধিষ্ঠানাৎ - প্রাকৃতিক জড়বস্তুগুলি নড়াচড়া করে বটে, কিন্তু সেই নড়াচড়া তারা নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অন্য কেউ তাদের নিয়ন্ত্রা হয়ে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেমন যেমন নড়ানো দরকার, তেমনই নড়ান। জগৎ সংসার নিজের থেকে ভিন্ন নিস্ত্রৈগুণ্য চেতন কোনও অধিষ্ঠাতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এই মত স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত।

ঘ) ভোক্তৃভাবাৎ - অর্থাৎ ভোগ্য থাকলেই ভোক্তা থাকবেই। ভোগ্য হচ্ছে সুখ-দুঃখ ইত্যাদি। প্রত্যেকেই সুখকে অনুকূল এবং দুঃখকে প্রতিকূল বলে অনুভব করে। এই অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা কে অনুভব করে ? প্রকৃতি তো অনুভব করতে পারে না। কারণ প্রকৃতি নিজেই তো সুখ-দুঃখাদি ত্রিগুণাত্মিকা। সুখ-দুঃখ নিজেই নিজেকে অনুভব করবে, সে তো অসম্ভব। সুতরাং ত্রিগুণাতীত এমন একজন ভোক্তা নিশ্চয়ই আছেন যিনি এই ত্রিগুণকে অনুকূল ও প্রতিকূল বলে ভোগ করেন। অনেকে অবশ্য এক্ষেত্রে বলেন যে, এখানে ভোগ্য মানে দৃশ্য এবং ভোক্তা মানে দ্রষ্টা। যেহেতু মহদাদিক্রমে ব্যক্ত প্রকৃতি দৃশ্য, এর একজন প্রকৃতির অতীত দ্রষ্টা নিশ্চয় আছেন - নচেৎ একে দৃশ্য বলে ভাবা যাবে কেমন করে ? প্রকৃতি যে দৃশ্য তা তো বোঝাই যায়, কেন না প্রাকৃতিক বস্তুনিচয় সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক।

ঙ) সর্বশেষ যুক্তি হল যে, কোনও কোনও মুমুক্ষুর কৈবল্যের প্রতি প্রবৃত্তি দেখা যায়। শাস্ত্রে মহাপুরুষ, দিব্যজ্ঞানীদের দ্বারা এই কৈবল্য স্বীকৃত হয়েছে। কৈবল্য হচ্ছে দঃখের আত্যন্তিক প্রশমন। দুঃখ প্রকৃতির তিনটি অবয়বের অন্যতম। সুতরাং প্রকৃতিতে কখনোই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হতে পারে না। প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিবিক্ত হলে তবেই কৈবল্য সম্ভব। অতএব বুদ্ধাদি হতে ভিন্ন আত্মাই এই কৈবল্যর্থে প্রবৃত্তি হতে সিদ্ধ হয়।

বহুপুরুষবাদ

সাংখ্য সিদ্ধান্তে প্রকৃতিকে এক বলে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু পুরুষও কি এক ? সাংখ্যের পুরুষ যদিও উদাসীন, নির্লেপ, নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ তবুও তাঁরা সর্বগ্রাসী এক আত্মা বা পুরুষ স্বীকার না করে বহুপুরুষবাদ স্থাপন করেছেন। তাঁদের মতে ভিন্ন ভিন্ন জীবদেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বিরাজমান। আত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় অনেক।

ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিকার ১৮ নং কারিকায় বহুপুরুষবাদের সমর্থনে তিনটি হেতু বা যুক্তির অবতারণা করেছেন। এগুলি হল -

‘‘জনন মরণ করণানাং প্রতিনিয়মাৎ অযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষ বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াৎ চৈব।’’

অর্থাৎ জন্ম মরণ এবং করণ (ইন্দ্রিয়) গুলির ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। খ) বিভিন্ন পুরুষের প্রবৃত্তিগুলি যুগপৎ হয় না। গ) ব্যক্তিভেদে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের আনুপাতিক ভেদ হয়। এই তিনটি হেতুই পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ করে।

ক) জনন, মরণ ও করণ বা ইন্দ্রিয়সমূহের প্রতিনিয়ম ব্যবস্থাবশতঃ পুরুষ বহু। প্রত্যেক পুরুষের জন্ম, মৃত্যু ও অন্তঃকরণাদি ব্যবস্থিত বা পৃথক পৃথক হওয়ায় পুরুষের বহুত্ব স্বীকার্য। পুরুষ বা আত্মা যদি বহু না হয়ে এক হত, তাহলে একজনের জন্ম বা মৃত্যুর সাথে সাথে অন্যেরও জন্ম বা মৃত্যু হত। একজনের ইন্দ্রিয় বৈকল্য দেখা দিলে অন্যেরও তাই দেখা দিত। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। পুরুষের বহুত্ব স্বীকার না করলে অর্থাৎ একটি পুরুষ সকল শরীরের সাথে সম্বন্ধ স্বীকার করলে অব্যবস্থা হবে। সুতরাং স্বীকার করতেই হয় যে, আত্মা বা পুরুষ এক নয়, বহু।

খ) সকল জীবের প্রবৃত্তি যুগপৎ বা একসঙ্গে হয় না। প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি হওয়ায় প্রতি শরীরে পুরুষ বা আত্মা ভিন্ন ভিন্ন। সকল শরীরে যদি একই আত্মা বা পুরুষ থাকত, তবে কোন একজন সক্রিয় হলে, নিখিল বিশ্বের সকলে সক্রিয় হত। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না।একজন যখন পড়াশুনা করছে, তখন অন্যজন রান্নাবান্না করছে। কি একজন জেগে থাকলে অপরে ঘুমোচ্ছে - এটাই বাস্তবে দেখা যায়। তাই পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করতেই হবে।

গ) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ - এই তিন গুণের আনুপাতিক তারতম্য থেকেও পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়। কারও মধ্যে সত্ত্ব গুণের প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়, আবার কারও মধ্যে রজঃ গুণের আধিক্য, তো আবার কারও মধ্যে তমঃ গুণের প্রাবল্য লক্ষ্যণীয়। গুণত্রয়ের এই যে তারতম্য - এর দ্বারা বহু পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। যদি বলা হয়, সকল শরীরে একই আত্মা বিরাজিত, তাহলে দেবাদিদেহে যে ত্রৈগুণ্য বিপর্যয় বা সত্ত্বাদি গুণের যে তারতম্য লক্ষ্য করা যায় তার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। দেবতাদের মধ্যে সত্ত্ব গুণের, মানুষের মধ্যে রজঃ গুণের এবং পশুদের মধ্যে তমঃ গুণের প্রাবল্য থাকে। দেবতা, মানুষ পশু-পক্ষীর আত্মা বা পুরুষ যদি এক হত, তাহলে গুণের যে ভেদ তা সম্ভব হত না। একমাত্র পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করলেই তবে উক্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব। সুতরাং পুরুষের বহুত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

পুরুষের বহুত্ব সাধনে উক্ত তিন প্রকার হেতু বা যুক্তি ছাড়াও কেউ কেউ অপর আর একটি যুক্তির উল্লেখ করেন। এই সংসারে দেখা যায় সকল জীবের অদৃষ্ট একই হয় না। একই সময়ে কিছু জীবের জন্ম হয়, আবার কিছু জীবের মৃত্যু হয়; কিছু মানুষ পরম সুখ ও সৌভাগ্য ভোগ করে, আবার কিছু মানুষ চরম দুঃখ-দুর্দশায় জীবন অতিবাহিত করে; মৃত্যুর পর পুণ্যবান স্বর্গে যায় তো পাপী নরকে গমন করে। এই প্রকার বিরুদ্ধ প্রকৃতি ভোগের জন্য পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করতে হয়। সকল শরীরে যদি আত্মা বা পুরুষ এক ও অভিন্ন হত, তাহলে একই সময়ে একই আত্মার এই প্রকার বিজাতীয় ভোগ অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি সম্ভব হতে পারত না। কাজে পুরুষ বা আত্মার বহুত্ব স্বীকার করতেই হবে।

তবে সাংখ্যদার্শনিকদের বহুপুরুষবাদের নানান সমালোচনা লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন সমালোচক বলেন, সাংখ্য বহুপুরুষবাদ কোন যুক্তিসিদ্ধ মতবাদ নয়। সাংখ্যের পুরুষতত্ত্বের সাথে বহুপুরুষবাদের কোন সঙ্গতি নেই। কাজে কাজেই পুরুষতত্ত্বকে মূলতত্ত্বরূপে গ্রহণ করলে বহুপুরুষবাদ স্বীকার করা যায় না। পুরুষতত্ত্বে পুরুষ বা আত্মাকে স্বরূপত নির্বিশেষ, নির্বিকার ও শুদ্ধচৈতন্যমাত্র বলা হয়েছে। পুরুষ চিৎস্বরূপ হলে বহু পুরুষ সিদ্ধ হতে পারে না। এছাড়াও বহুপুরুষবাদের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তিগুলি লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল -

১) ড. রাধাকৃষ্ণন বলেন, ‘‘জন্ম, মৃত্যু, করণ প্রভৃতি আত্মার কোন ধর্ম নয়, দেহের ধর্ম। আত্মা অসঙ্গ, নিত্য ও অবিকারী। আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু বা ইন্দ্রিয়ও নেই। এগুলির পার্থক্য থেকে প্রতীত হয় জীবের বহুত্ব। অহংরূপী জীবের জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয় আছে। সুতরাং জীব বহু। জীবের বহুত্ব থেকে আত্মার বহুত্ব সিদ্ধ হয় না।’’

ড. রাধাকৃষ্ণন আরও বলেন, ‘‘প্রত্যেক পুরুষই যদি চৈতন্যস্বরূপ ও সর্বব্যাপী হয়, এক পুরুষ থেকে যদি অপর পুরুষের সামান্যতম পার্থক্য না থাকে, যেহেতু তারা বৈচিত্র্যমুক্ত, তবে বহুপুরুষবাদ স্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। স্বাতন্ত্র্য ছাড়া বহুত্ব অসম্ভব।’’

২) সাংখ্যমতে, আত্মা ‘বিভু’ বা সর্বব্যাপী। পুরুষ সর্বব্যাপী হলে বহুপুরুষ অসিদ্ধ হয়। পুরুষের সংখ্যা অনেক হলে, এক পুরুষ দ্বারা অন্য পুরুষ সীমিত হয় এবং সেক্ষেত্রে পুরুষতত্ত্ব অনুসরণ করে পুরুষকে আর ‘বিভু’ বলা যায় না।

৩) পুরুষতত্ত্বে পুরুষকে ‘চৈতন্যস্বরূপ’ বলা হয়েছে। পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ হলে বহুপুরুষ সিদ্ধ হয় না, কেননা শুদ্ধ-চৈতন্যের কোন বিভাগ হতে পারে না। পুরুষ যদি চিৎস্বরূপ হয়, তাহলে সব পুরুষের চৈতন্যই স্বরূপত অভিন্ন হবে এবং সেক্ষেত্রে বহু পুরুষের বিভিন্নতা বিলুপ্ত হবে।

৪) পুরুষতত্ত্বে পুরুষকে ‘অসঙ্গ’ ও ‘অবিকারী’ বলা হয়েছে। পুরুষ কুটস্থ নিত্য ও অবিকারী হলে পুরুষের জন্ম, মৃত্যু ভোগ ইত্যাদি হতে পারে না। কূটস্থ নিত্য আত্মা জ্ঞাতা-কর্তা-ভোক্তা হতে পারে না। দেহস্থিত আত্মা অর্থাৎ জীব বহু হলেও, জীবের বহুত্ব থেকে পুরুষের বহুত্ব প্রতিপাদিত হয় না। জীবের ব্যবহারিক সত্তা থাকলেও পারমার্থিক সত্তা নেই। চৈতন্যস্বরূপ পুরুষই পরমার্থসৎ। জীব বহু হলেও পরমার্থসৎ পুরুষ বা আত্মা একাধিক নয়।

৫) পুরুষতত্ত্বে পুরুষকে ‘নিত্যমুক্ত’ বলা হয়েছে। নিত্যমুক্ত পুরুষের বন্ধন হয় না, মুক্তির প্রশ্নও দেখা দেয় না। জীবেরই বন্ধন ও মুক্তি ঘটে। বহু জীবের বন্ধন ও মুক্তি থেকে পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয় না।

সাংখ্যকার আসলে দেহস্থ আত্মা বা জীবকেই বহু বলেছেন। জীবের সঙ্গে জীবের যে পার্থক্য তা তাদের আত্মার জন্য নয়, দেহের জন্য। দেহস্থ আত্মার বহুত্ব থেকে পুরুষের বহুত্ব অনুমান করা যায় না।

অদ্বৈতবাদী শংকরাচার্য সাংখ্যের বহুপুরুষবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপত ভিন্ন নয়। ব্রহ্ম বা আত্মাই সত্য, জীব মিথ্যা। জীব হচ্ছে অন্তঃকরণ উপহিত শুদ্ধচৈতন্য। অন্তঃকরণ-উপাধির বিলোপ হলে জীব ব্রহ্মস্বরূপেই বিরাজ করে। কাজেই, পারমার্থিক দৃষ্টিতে এক, অদ্বয়, নির্বিকার, নির্বিশেষ, নির্গুণ ব্রহ্ম বা আত্মা ভিন্ন আর কিছুই সৎ নয়। মায়া-উপহিত ব্রহ্ম বা আত্ম বহুজীবরূপে প্রতিভাত হয়, যেমন বিভিন্ন জলপাত্রে একচন্দ্র বহু-চন্দ্ররূপে প্রতিভাত হয়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ